যুগান্তর

তারিখ ২6 OCT 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 4

ঢাবির 'ক' ইউনিটে ১৩ দশমিক ৫৫ শতাংশ পাস

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ক' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। পরীক্ষায় পাসের হার ১৩ দশমিক ৫৫ শতাংশ। মঙ্গলবার এ ফল প্রকাশ করা হয়। পরীক্ষার বিস্তারিত ফল এবং ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের admission.eis.du.ac.bd ওয়েবসাইটে জানা যাবে।

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

ঢাবির 'ক' ইউনিটে ১৩ দশমিক ৫৫ শতাংশ পাস

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সন্ধ্যা ৬টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের কেন্দ্রীয় ভর্তি অফিসে ভিসি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক আনুষ্ঠানিকভাবে ফল ঘোষণা করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমদ, 'ক' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা কমিটির আহ্বায়ক ও ফার্মেসি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সাইফুল ইসলাম, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবদুল আজিজ, অনলাইন ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. হাসিবুর রশীদ প্রমুখ।

ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে জানানো হয়, ভর্তি পরীক্ষায় যোগ্য বিবেচিত ১১ হাজার ৩৩০ জনের মধ্যে ১ হাজার ৭৪৫ জন শিক্ষার্থী শেষ পর্যন্ত এ ইউনিটের মাধ্যমে বিজ্ঞান অনুষদসহ ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদে পড়ার সুযোগ পাবেন। যেকোনো অপারেটরের মোবাইল ফোন থেকে DU KA লিখে roll no টাইপ করে ১৬৩২১ নম্বরে সেন্ড করে ফিরতি এসএমএসে 'ক' ইউনিটের ফল জানা যাবে। পাস করা শিক্ষার্থীদের ৮ থেকে ২১ নভেম্বরের মধ্যে বিষয় পছন্দক্রম ফরমপূরণ করতে হবে। কোটায় আবেদনকারীদের ৩ নভেম্বরের মধ্যে কোটার ফরম ডিন অফিস থেকে সংগ্রহ করে তা পূরণ করে জমা দিতে হবে। ফল নিরীক্ষণের জন্য ফি প্রদান সাপেক্ষে ১ নভেম্বর মধ্যে ডিন অফিসে আবেদন করা যাবে। নিরীক্ষণের ফল ৩ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

১ হাজার ৭৪৫টি আসনের বিপরীতে 'ক' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য ৯০ হাজার ৪২৪ জন আবেদন করেন। তবে শেষ পর্যন্ত ২১ অক্টোবর পরীক্ষা দিয়েছিলেন ৮৩ হাজার ৫৮২ জন। এর মধ্যে ১১ হাজার ৩৩০ জন উত্তীর্ণ হন। অনুপস্থিত ছিলেন ৬ হাজার ৮৪২ জন শিক্ষার্থী। পাসের হার ১৩ দশমিক ৫৫ শতাংশ।

ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ভিসি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, 'ক' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় যারা জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছে ইতিমধ্যে তাদের আইনের আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়া যে দু'জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে তাদের ব্যাপারেও তদন্ত চলছে। দোষী প্রমাণিত হলে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ সময় তিনি শিক্ষার্থীদের জালিয়াতির ফাঁদে পা না দেয়ার আহ্বান জানান।